ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১

বংশী-ধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন!
চাতকী আমি স্বজনি,
শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল,
মন-তরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!

২

মানস সরসে, সখি,
ভাসিছে মরাল রে,
কমল কাননে!
কমলিনী কোন্ ছলে,
থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভাল বাসে,
সে যাইবে তার পাশে —
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি,
রুষিবে শম্বর-অরি[১];
কে সম্বরে স্মর-শরে[২] এ তিন ভুবনে!

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে
মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী!
সুমন্দ মলয় আনে
ও নিনাদ মোর কাণে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে,
ময়ূরী নাচে সে রবে; —
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি?
সৌদামিনী ঘন[৩] সনে,
ভ্রমে সদানন্দ মনে; —
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল
মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ,
পীরিতের ফুল ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী!
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে,
ছয় ঋতু বরে যারে,[৪]
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?
চল, সখি, শীঘ্র যাই,
পাছে মাধবে হারাই, —
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী
ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি —

---

১. শম্বর অসুরের শত্রু কামদেব।. কামদেব শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন। ২. স্মর — কামদেব। কামদেবের শর অর্থাৎ ফুলবাণ যা মানুষকে প্রেমোন্মত্ত করে। ৩. মেঘ। ৪. পৃথিবীকে ছয় ঋতুর প্রিয়তমা রূপে কবি কল্পনা করেছেন।

গগনে উদিলে শশী,
হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী;
আমার প্রেম-সাগর,
দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি![৫]
আমার সুধাংশু নিধি—
দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি![৬]

৬

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে,
স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল,
আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও[৭] প্রেমমধু করিয়া যতন।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে!
সুগন্ধ-বহ-বাহন,[৮]
সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
ইন্দ্র-চাপ[৯] রূপ ধরি,
মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু— খচিত রতনে!

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসবে এবে,
মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন!
চপলা চঞ্চলা হয়ে,
হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন!

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে,
রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী!
উড়িতেছে চাতকিনী
শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী— জলদ-কিঙ্করী![১০]

৪

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী,
কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর?
রত্নচূড়া শিরে পরি
এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর।

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর
যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু[১১] লাজে পালাবে অমনি;
দিনমণি পুনঃ আসি
উদিবে আকাশে হাসি;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী;

৬

নাচে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে
সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী!
বসাইও ফুলাসনে
এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী!

৫. মন্দবুদ্ধি। ৬. যুক্তি। ৭. পান করিও। ৮.সুগন্ধি বহন করে যে —বায়ু। ৯. ইন্দ্রের ধনুক। ১০. জলদ-মেঘ। মেঘের দাসীরূপ —চাতকপক্ষিণী। ১১. ইন্দ্রের ধনুক।

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী?
আর কি পাইব তারে
সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি?
মধু কহে হে কামিনী,
আশা মহামায়াবিনী!
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি?

৩

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,[১২]
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?

২

তপনতনয়া তুমি; তেঁই[১৩] কাদম্বিনী[১৪]
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে[১৫];
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী?

৩

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে!
দু'জনের মনোজ্বালা জুড়াই দু'জনে;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে —
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে!

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ!
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন!
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার?

৫

তবে যে সিন্দুরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে![১৬]
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি— কহিনু তোমারে—
গোপিলে[১৭] এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে!

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী!
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি!
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে!

৭

কি আশ্চর্য্য! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি?

৮

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে — তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী,[১৮] সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগর-করে তিনি তব পাণি![১৯]
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি!

১২. নদী। ১৩. সেই কারণে, তিনি। ১৪. মেঘ। ১৫. পর্বতরাজ অর্থাৎ হিমালয়ের স্বর্ণময় ভবনে।
১৬. মধুসূদনের কল্পনায় রাধা কৃষ্ণের পত্নীরূপে বর্ণিত। বৈষ্ণব কবিতায় রাধা কৃষ্ণের পরকিয়া নায়িকা।
১৭. গোপন করলে। ১৮. মন্দাকিনী গঙ্গা হরের পত্নীরূপে পুরাণে বর্ণিতা। ১৯. সাগরকে যমুনার পতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাই গঙ্গা যেন যমুনাকে সাগরের হাতে অর্পণ করছেন।

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমনি জ্বলে—এত জ্বালা কার?

১১

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি?

৪

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি?

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ; তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে?
তুই ভাব্ ঘনে ধনি, আমি শ্রীমাধবে!

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে!
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু[২০]— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর!

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে!
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে, রে শিখিনি!
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী!

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোর কি পরাণ কাঁদে
তুই কি দুঃখিনী?
আহা! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি!

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি!
দয়াময়ী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে!
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে বৈদেহীরে কোলে লয়ে
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি!

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী!
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে?

২০. ইন্দ্রধনু।

শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতু কামিনি!

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে!
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি!
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি!
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত!
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি!

৫

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী!
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী[২১]।
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী—শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে!
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান!

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে!

২

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন!
চকোরি শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন;
এ সকল দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী!

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি[২২]—!
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি!
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে!
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে!
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি!

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,

২১. মধুকাল—বসন্তকাল। বসন্তকালের প্রিয়। ২২. শূন্যে উত্থিত প্রতিধ্বনিকে আকাশকন্যা রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ভূতলে, নন্দবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী!

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন!
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে!

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধব-রমণি!

৭

উষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি!
কুমুদ-মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী;
বরসরোজিনী[২৩] ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি!

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি!
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা,[২৪] আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি!

৩

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া!
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে
হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া!

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী!

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন!
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন!

৮

কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?

২

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?

২৩. সুন্দর পদ্মফুল। ২৪. অন্ধ।

কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?

৩

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া?[২৫]
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,
গেছে উড়িয়া!

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে!

৫

হায় রে যমুনে কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর[২৬], যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে?
ক্রূর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন!
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি,
দলি ব্রজবন?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন!

৯

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন!
বিহঙ্গিনীগণ তথা গায়ে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দনকানন;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন!

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন!
ব্রজ-প্রভাকর যিনি ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন!

৩

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী;
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী!
যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী!

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে!
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে!

২৫. বনমালি অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রীতির সম্বোধন। ২৬. অক্রূর কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে তাঁকে নির্দয় বলা হয়েছে।

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;[২৭]
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন!
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
ব্রজাঘাতে যেও তায় করিয়া দলন!

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী!
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি!

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন!
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে[২৮]—শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন!
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখ দুঃখী সে সুজন!

৮

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

১০
বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

২

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে?

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।[২৯]
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কি জানি কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে!

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ? তারে পাব কি আর?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা!

২৭. রাধিকার বাসনার ধন—কৃষ্ণ।
২৮. শপথ বা দিব্য। নিতান্ত লৌকিক শব্দ।
২৯. ইন্দ্র কর্তৃক উড়ন্ত পর্বত মৈনাকের পক্ষ ছেদনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

১১

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি!
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব!

২

আইল লো তিমির যামিনী;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী!
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী[৩০]?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু[৩১] রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী[৩২] চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার!
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল!

৫

চন্দনে চর্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী[৩৩] তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন?
যাও হে, মোদিত[৩৪] কবলয়[৩৫] পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত[৩৬] সীমন্তিনী দলে!

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী!
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন!

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী!
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী[৩৭]?

১

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী!

৩০. রাত্রি। ৩১. চন্দ্র। ৩২. বৃন্দাবনের কলঙ্কহীন চন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণ। ৩৩. ব্যবসায়ী। নিতান্ত লৌকিক শব্দ। ৩৪. আমোদিত। ৩৫. পদ্ম। ৩৬. রতিক্লান্ত। ৩৭. সরোবর যে শোভিত করে—পদ্ম।

হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি? মণিহারা
আমি গো ফণিনী!

৩

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রজিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে[৩৮] সদা ধূসরিত;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী!
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা[৩৯] শর্ব্বরী[৪০]!
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী!

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি,[৪১]— মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর,
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর
বারণে[৪২] যেমনি বারণারি,[৪৩]—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা
বংশীধারী?

৬

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে!
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে!

১৩
সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল!
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি!

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে!
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন!

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী?
বলে ছলে, ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে!

৩৮. ফুলের রেণুতে।
৩৯. তারকাখচিত। ৪০. রাত্রি। ৪১. কৃষ্ণের গোবর্ধন গিরি ধারণ প্রসঙ্গ। কৃষ্ণের প্ররোচনায় ব্রজবাসীরা ইন্দ্রপূজা বন্ধ করলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টি সহ বৃন্দাবনন আক্রমণ করলে কৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি তুলে ধরে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। ৪২. হস্তীকে। ৪৩. হস্তীর শত্রু এখানে সিংহ।

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়!
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে!
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি!

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন!

১৪

কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে!
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে!
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে; সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি!

৩

পাইয়া এ কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি!
দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে!

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ লো ললনে?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি?

১৫

নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যতা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন!

২

তুমি জান কত ভাল বাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি!
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,

তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে[৪৪]
প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন!

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ?
কাম-বঁধু যথা মধু[৪৫]
তুমি হে শ্যামের বঁধু
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন?
তব পদে বিলাপিনী
কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর!
তোমার হৃদয় দয়া,
পদ্মে যথা পদ্মালয়া,[৪৬]
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়া উত্তর!
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে,
মধুপুরে শ্রীমধুসূদন!

১৬

সখি

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন!
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ[৪৭] সহ পয়োদে[৪৮] কি বহিবে পবন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু,[৪৯]—বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন[৫০]।
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন!

৪৪. দ্রুতগতিতে। ৪৫. বঁধু অর্থে সখা। বসন্তকাল যেন কামদেবের সখা। ৪৬. পদ্মাসনা লক্ষ্মী। ৪৭. জল। ৪৮. মেঘ। ৪৯. ব্রজধামের চন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণ। ৫০. বৃন্দাবন রূপ সরোবরের কুমুদ স্বরূপ রাধিকার বাসনার ধন—কৃষ্ণ

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ!

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন!

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন!
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

১৭
বসন্তে

১

ফুটিল বকুলকুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব!

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলবন?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন!

৩

স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন!
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন!

৪

উচ্চ বীচি[৫১] রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি ;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি[৫২] সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে ; চল, ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি!

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,[৫৩]—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে?

৫১. তরঙ্গ। ৫২. জোৎস্না। ৫৩. দশদিক গন্ধে আমোদিত করে।

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে?
কে বিলম্বে হেন কালে? চল কুঞ্জবনে!

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি;—
সুধে[৪৪]—মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ, রমণি?

১৮
বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত[৪৫] হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে!

২

সখি রে,—
উদয় অচলে ঊষা, দেখ, আসি হাসিছে!
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি
এবে লো রব কি করি?
প্রাণ কাঁদিছে!
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে!

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি!
চল লো, নিকুঞ্জ পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি!

৪

সখি রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!
দুই কর কোকনদে,[৪৬] পূজিব রাজীব[৪৭] পদে;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,
ভাবিয়া মনে!
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে![৪৮]
ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু;—
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগণে!
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে!

৭

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে!

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম
প্রথমঃ সর্গ।[৪৮]